দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১-৬ ...

বইয়ের বিকল্প কেবল বই

মো. মমিনুল ইসলাম

বর্তমান বিশ্বের শীর্ষধনী বিল গেটস বলেন, আপনি যদি আমার বাসায় আসেন দেখবেন বই, যদি আপনি আমার অফিসে যান দেখবেন বই, আর যদি আমি গাড়িতে থাকি সেখানে থাকে বই, এমনকি যখন আমি প্লেনে চড়ি সেখানেও আমার সঙ্গে থাকে বই। আগে একটা সময় ছিল যখন অনেকে মনে করত শুধু কবি, সাহিত্যিক এবং লেখকরা প্রচুর বই পড়ে কিন্তু ধারণা ভুল আজকাল শুধু কবি-সাহিত্যিকরাই নয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, রাজনীতিক এককথায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষেই বই পড়েন। পৃথিবীর বিখ্যাত সকল মানুষের একটা দিক দিয়ে মিল আছে আর সেটা হলো তাঁরা সবাই প্রচুর পড়াশোনা করেন এবং করতেন। আর এজন্যই বাঙালি সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'। মানুষ বই পড়ার মাধ্যমেই জানতে পারে এ মহাবিশ্বের রহস্য। যে-যত বেশি পড়ে সে ঠিক তত বেশিই অন্যের থেকে মেধা, মননে, চিন্তায় এগিয়ে থাকে। প্রবাদে আছে, 'যতই পড়িবেন, ততই শিখিবেন।' আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'আমি যত জানি তত আমার নিকট স্পষ্ট হয় আমার কত অজানা রয়েছে' মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর পুত্রের শিক্ষকের নিকট লিখিত ঐতিহাসিক চিঠিতে তিনি শিক্ষক মহাশয়কে বলেছিলেন, 'আমার পুত্রকে শিখাবেন বইয়ের মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।' তাঁর এ কথাটা খুব ইন্টারেস্টিং না? সত্যিই বইয়ের মধ্যে রহস্য লুকিয়ে আছে। যারা এ রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন তারাই সৃজনশীল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং করে চলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ নীরদ. সি চৌধুরী তাঁর জীবনে ১০ হাজার বই না পড়লে হয়ত তিনি জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক হতে পারতেন না। ড.কাজী দ্বীন মোহাম্মদ প্রায় ১৫ হাজার বই না পড়লে হয়ত তিনি এত বড় একজন পণ্ডিত হতে পারতেন না যিনি বাংলা সাহিত্যের একজন ধ্রুপদি গবেষক। কে জানে বিলগেটস প্রচুর পরিমাণ বই না পড়লে হয়ত তিনি আজকের বিশ্বের শীর্ষ ধনী হতে পারতেন না। পলান সরকারকে কে বা কারা চিনত বা তাকে নিয়ে ভাবত? যদি তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ার জন্য মানুষকে বই দিয়ে না আসতেন। কর্তৃপক্ষের কি ঠেকা পড়েছিল। তাঁকে একুশে পদক দেওয়ার? যদি তিনি মানুষকে বই পড়তে উৎসাহ না জোগাতেন, আর এসব সম্ভব হয়েছে আগে তাঁর নিজের বই পড়ার মাধ্যমে। তিনি বই পড়ে বুঝতে পারছিলেন যে, বইয়ের মধ্যে কি রহস্য রয়েছে। আর এসব রহস্য মানুষজনের জানা দরকার। আর তারা বই পড়ার মাধ্যমেই তা জানতে পারবে। আর বই পড়ার জন্য বইয়ের হার্ড কপির বিকল্প নেই। যদিও আজকাল অনেকে বলেন, এখন তো অনলাইনে বই পড়া যায়, যেমন ই-বুক, আইপ্যাড, স্মার্টফোনে তাই শত-সহস বই কিনে টাকার অপচয় ও বাসার জায়গার সংকোচনের কি দরকার? এ ধারণা একেবারেই ভুল। কেননা, দেখা যায় ই-বুক, প্যাডে বা ল্যাপটপে অনেকে ডাউনলোড দিয়ে বই কালেক্ট করে রেখে দেয় পরে পড়বে বলে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই পরে আর পড়া হয়ে উঠে না। স্বয়ং মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসও প্যাডে বই পড়েন না। আর আমি-আপনি কোন ছার? আজকালের তরুণ প্রজন্ম ল্যাপটপ, মোবাইলে শুধু মুভি আর ভিডিও গেমস খেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে কিন্তু পড়ার বেলায় তারা কৃপণ। আবার কিছু তরুণ একাডেমিক পড়ার বাইরে কোনো বই পড়তে চায় না। একাডেমিকের বাইরে না পড়ার ফলে অনেক তরুণের মেধা ও মন-মানসিকতা সংকীর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে একাডেমিকের বাইরের জগৎ নিয়ে তারা ভাবতেই পারে না।

আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল, সে মাস্টার্স পাসের পর তার সব বই বিক্রি করে দিবে। আমি বললাম কেন? সে বললো ওরে বাবা, মাস্টার্সের পরেও পড়ব নাকি! উত্তরে আমি বললাম, বন্ধু মানুষকে সারা জীবনই শিখতে হয়; আর শিক্ষার জন্য পড়তে হয়। আরো বললাম আমার ইচ্ছা কী শুন? আমি একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি করব। যেখানে থাকবে সহস্রাধিক বই। বইয়ের বিশাল সমাহার। আমি রবীন্দ্রনাথের মত মহাসমুদ্রের কল্লোলের ওপর একটা একটা বই দিয়ে সাঁকো বাঁধতে চাই। আর সারা জীবন পড়ে যেতে চাই। কেননা মহানবী (সা:) বলেছেন, তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর (আল-হাদিস)।

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের বই কেনার প্রতি যেরকম অনীহা দেখা যাচ্ছে- শঙ্কা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে বই জাদুঘরে পৌছবে কিনা? কিন্তু না তা হতে পারে না বা তা হতে দেওয়া যায় না। যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন বইও থাকবে। আর তরুণ প্রজন্মকে ৬০ ও ৭০-এর দশকের ন্যায় আবার বই পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তরুণদেরকে বইয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া আমরা যারা নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে দাবি করি তারা প্রতিমাসে অন্তত পক্ষে দুইটা বই পড়ছি কি? এ প্রশ্ন নিজেদেরকে করতে হবে। আর অব্যাহতভাবে বই পড়ে যেতে হবে। তবেই উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে জাতি—আর এগিয়ে যাবে দেশ।

● লেখক : শিক্ষার্থী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর